গাংনীতে ফসল ও গাছ কেটে জমি দখলের অভিযোগ

জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানের পর খাল-বিল জমিসহ নানধরনের দখলদারিত্বের কবলে সাধারণ মানুষ। তারই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ খসরু ইসলামকে হুমকি প্রদান, তার নিজ জমির গাছ-খড় ও ফসল কেটে জমি দখল করেছে কিছু দূর্বৃত্ত ভূমিদস্যু। এ বিষয়ে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেনা কমান্ডার যৌথ বাহিনী মেহেরপুর ব্যাটেলিয়নে।

অভিযোগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে ২৬ নম্বর মৌজায় ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত আমার ছয় ভাই বোনসহ অপর আরো কয়েকজনের তপশীলভুক্ত জমিতে প্রায় এক লক্ষ টাকার খড় এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বনজ গাছ কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এখন তারা আমাদের উক্ত জমিতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক হুমকিও দিচ্ছে। গত ১৪-১১-২০২৪ তারিখে তারা নালিশী জমিতে জোর করে লাঙ্গল দিয়েছে। ইতিপূর্বে থানা পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা আমাদের জমিতে কখনো যাবে না। আমাদের বাড়ি থেকে জমির দুরত্ব প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় আমাদেরকে অসহায় ও দুর্বল ভেবে জমিটা গ্রাস করার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। জমির সাথে এই সমস্ত দখলদার দুর্বৃত্তদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই বা পূর্বেও ছিল না। তাদের সাথে কোন প্রকার মামলাও নেই। অথচ তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোর পূর্বক জমি দখল করতে চাই। জমির তপশীল ও পরিমাণ উল্লেখ করেন – মৌজা ২৬ নং রামনগর, খতিয়ান নম্বর আরএস ১৭২,১৭৩,৩৫২,১২৮৩, দাগ নম্বর ২৯৫৬,৩২৭১,২৯৫৮,২৯৫৬,৩১৫৮ এবং জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৫৯ একর, ০.০৮ একর, ০.৩৬ একর, ০. ১৮ একর।

জমিগুলো আসামিদের কবল থেকে মুক্ত করে দিতে সেনা কমান্ডার বরাবর আবেদন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. খসরু ইসলাম।

জমির মালিক মো. হারেজ উদ্দিন পিতা মৃত হুজুর আলী সাং গাড়াডোব, থানা গাংনী, জেলা মেহেরপুর। জমির পরিমাণ ০৯.১৪ একর। হারেজ উদ্দিন ২০১৮ সলে মৃত্যুবরণ করলে ছেলে খসরু ইসলামসহ হারেজ উদ্দিনের ছয় সন্তান জমির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হন।

জমির কাগজপত্র ও দলিলাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় – এটি ছিল মূলত বিনিময় সম্পত্তি। গাংনী থানার বামুন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে মৃত আব্দুর রহমান এবং ওনার প্রতিপক্ষ মৃত আবু বকর কারিকর নিজেদের স্বত্ব দাবী করে আলাদা আলাদাভাবে তৎকালীন কুষ্টিয়ার ডিসি’র কাছে বিনিময় দলিল পেশ করেন। দুটি দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডিসি সরজমিনে তদন্ত করে আবু বকর কারিকরের দলিল বাতিল করে দেন এবং আব্দুর রহমানের দলিল গ্রহণ করেন ও এর সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৮,০৩,১৯৭৭ তারিখে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিনিময় নিশ্চিতকরণ ও সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ০৮,০৪ ১৯৭৭ তারিখে কুষ্টিয়া ডিসি আব্দুর রহমানের অনুকুলে রেজিস্ট্রি দলিল করে দেন। দলিল নম্বর ৩৯১১। তৎকালীন কুষ্টিয়া ডিসি কর্তৃক দলিল রেজিস্ট্রি দেন যার বিনিময় মিস কেস নম্বও ১০৫(সিএল)৬৬-৬৭।

আবু বকর কারিকর এই দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে মেহেরপুর সাব- জজ কোর্টে মামলা করেন ১৯৯৪ সালে। এ মামলায় পরাজিত হয়ে ৯৬ সালে মেহেরপুর জজকোর্টে আপীল করেন। আপীল নম্বর ১৯/১৯৯৬। ২৬/১/২০০৬ তারিখে জেলা জজ, মেহেরপুর কর্তৃক আপীলের চুড়ান্ত রায়ে আবু বকর কারিকর পরাজিত হন। পরবর্তিতে এই জমি নিয়ে আর কোন মামলা মোকদ্দমা হয়নি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব মেহেরপুরের অফিসে জমির কাগজপত্র সাবমিট করলে তিনি ২৬/৭/২০১১ তারিখে খাজনা প্রদানের আদেশ দেন। এরপর ১৯৬২ সাল থেকে খাজনা আপ-টু-ডেট করা হয়। বর্তমানে ওয়ারিশগণ খারিজের জন্য অনলাইনে আবেদন খরেছেন এবং তা প্রক্রিয়াধীন আছে।

জমির মালিকের বসবাসের বাড়ি থেকে জমিটি বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় বারবার দখলকারীদের রোষানলে পড়তে হয় মালিকদের। দখলকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট গাংনী থানায় নালিশ করলে ওসি বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদের থানাতে হাজির হতে বলে। গত ১০/১০/২০১৮ তারিখে দখলকারী ১৭ জন থানায় হাজির হয়। উভয়ের উপস্থিতিতে আলোচনা শেষে ১৭ জন দখলকারী এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো জমির উপর যাবে না। তিন’শ টাকার স্ট্যাম্পে এই সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। এছাড়াও কোন এক সময় এই দখলকারীরা ইউএনও গাংনী বরাবর একটি আবেদন করেছিল এই জমিটি সরকারি খাসজমি তাই আমরা লিজ নিতে চাই বোলে। কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইউএনও গাংনী জমির মালিকানা নিশ্চিত করে এবং তাদের দাবী অগ্রাহ্য করে পত্র প্রেরণ করেন। যার স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯-৮৮৫, তারিখ- ১১/০৭/২০১৯।

কাগজ-পত্র পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় দখলদারদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারায় মামলা করেন জমির মালিক হারেজ উদ্দিন। সেই মামলাতেও ০৬/০৪/২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরপুর হারেজ উদ্দিনের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। যার মামলা নম্বর- ১৯৬/১৫ (৫২/১২)। উল্লেখ্য রামনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এই জমি থেকে হারেজ উদ্দিন ০৭ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ আনা হচ্ছে, মামলা করা হচ্ছে তাদের সাথে এই জমির কোনোই সংশ্লিষ্টতা নেই। এদের সাথে জমি নিয়ে কোনোদিন মামলা ছিল না। এরা সম্পুর্নভাবে তৃতীয় পক্ষ যারা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে জমিগুলো জোর দখল করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে জোর করে এই জমির উপরে একটি মসজিদও নির্মাণ করে তারা।

হারেজ উদ্দিনের ০৯.১৪ একর জমির মধ্যে থেকে কিছু জমি ক্রয় করে রামনগর গ্রামের ছবদুলের ছেলে ছাদিমান, আনোয়ার, আলতাব এবং ছহিরুদ্দিনের ছেলে শওকত। এরাও কেউ তাদের ক্রয়কৃত জমি ভোগদখল করতে পারে না।
সম্পুর্ন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্বৃত্তরা হারেজ উদ্দিন ও তার উত্তরাধিকারদের নিজ নামিও জমি থেকে ফসল কাটে নেয়া গাছ কেটে নেয়া খড় কেটে নেয়া এবং অবৈধ ভাবে মসজিদ নির্মাণ করে দখলের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।
৫ আগস্টের পূর্বে দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে ছিলো আওয়ামী লীগের নেতারা। পালাবদলের সাথে সাথে নেতৃত্বে এসেছে বিএনপির নেতারা। কাগজ যার জমি তার আইনে থাকলেও বার-বার সেই জমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে জমির মালিকদের।
রামনগর গ্রামের রহমান আলির ছেলে খলিল জমি দখলকারীদের একজন। তাকে জমি দখলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। তার কাছে জমির বৈধ কোনো কাগজপত্র নাই বলেও জানান।

রামনগর গ্রামের সাধারণ মানুষ স্বীকার করেন জমির বৈধ মালিক হারেজ উদ্দিন। গ্রামের কিছু লোক অবৈধভাবে দখল করেছে। হারেজ উদ্দিনের সন্তানরা অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। তাদের বারবার এই জমি নিয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তারা তাদের জমি ফেরত পাক এটাই গ্রামবাসীর চাওয়া।

শুরু থেকেই চিহ্নিত ২১ জন দুর্বৃত্ত এই দখলের সাথে জড়িত।

তারা হলেন – রামনগর গ্রামের মরজেত কামারের ছেলে মান্নান, আব্দুল কাদেরের ছেলে স্বপন, আব্দুর রহমানের ছেলে খলিল, গোলাম রসুলের ছেলে আলছাব, মকলেছ আলির ছেলে আশাফুল, মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে ছালাম, আফফানের ছেলে ইন্তাজ, আফফানের ছেলে শরিফুল, মৃত আফেল কামারের ছেলে রমজান আলী, আনসার আলী আরোর ছেলে সাজেদুল ইসলাম, নাদের কামারের ছেলে সবকুল, শামছুল হকের ছেলে শিপন আলি, বক্কর আলির ছেলে সুজন আলি, মৃত মরজেত আলীর ছেলে ময়নাল, ময়নাল আলীর ছেলে ইজুল, ছব্দুল শাহর ছেলে কুরবান শাহ, মৃত চমৎকারের ছেলে মহিবুল, মৃত মল্লিক এর ছেলে আফফান, আফফানের ছেলে কুদরত আলী, আফফানের ছেলে সাইদ আলী, আফছারের ছেলে নজিমসহ আরো অনেকে।

এরা সকলেই হারেজ উদ্দিনের জমিতে আর কখনো যাবেনা বলে গাংনী থানায় মুচলেকা দেয়। হারেজ উদ্দিনকে তার জমির দখল থেকে কোনোরূপ উচ্ছেদের চেষ্টা, জুলুম, খবরদারী না করার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে। সূত্র : ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৫ ধারার নোটিশ নম্বর ১৮০/১৬।

ঝিনাইদহে এক জমি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহে জমি ব্যবসায়ী প্রতারক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন সেলিনা পারভীন নামের এক নারী। লিখিত অভিযোগে যানা যায়, খোর্দ্দ ঝিনাইদহ শহরের বাসিন্দা সাবেক সেনা সদস্য রুহুল আমীনের স্ত্রী সদর উপজেলার নিজপুটিয়া গ্রামের ইব্রাহিম খানের ছেলে জমি ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলামের কাছ থেকে জমিসহ একটি ৪ তলা বাড়ি ক্রয়ের জন্য স্টাম্পে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বায়না নামা করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন পৌর এলাকার ১৫৮ নং গোবিন্দপুর মৌজার ১৪৭ নং খতিয়ানের ১০৫৬ নং দাগের ৪ শতক জমির উপর ৪ তলা বাড়ি ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা জমির মূল্য নিদ্ধারণ করে বাড়িসহ জমি ক্রয়ের কথাবার্তা হয়।

একই দিন উপস্থিত স্বাক্ষীগনের সামনে বায়না স্বরুপ জমির মালিক মনিরুলকে গত ৩ সেপ্টেম্বর ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

বাকী ২০ লক্ষ টাকা ১৫ নভেম্বর তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে জমি রেষ্ট্রি করার কথা থাকলেও প্রতারক মনিরুল ১১ নভেম্বর তারিখে ১৬৬৩৩ নং দলিল মূলে বাড়িসহ জমিটি অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হলে মনিরুলকে ফোন দিলে সে বলে আমি ঢাকায় চলে এসেছি। আমি তোমাদের জমিসহ বাড়িটিও দিতে পারবোনা টাকাও ফেরত দিতে পারবোনা। আমার ফোনে বারবার ঝামেলা করলে তোমাদের সমস্য আছে বলে হত্যার হুমকি দেয়।

সর্বস্ব হারিয়ে সেলিনা ও তার পরিবার পাগল প্রায়। যেকোন সময় প্রতারক মনিরুল বিদেশে পালিয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করছেন তারা। অবশেষে কোন উপায়ন্ত না পেয়ে সেলিনা পারভীন ঝিনাইদহ সদর থানা প্রতারক মনিরুলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে।

উল্লেখ্য, এলাকাবাসী জানায়, প্রতারক মনিরুল ইতিপূর্বে বিভিন্ন দেশে লোক পাঠানোর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে অনেককেই স্বর্বশান্ত করে পথে বসিয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী সেলিনা পারভীন বলেন, আমি প্রতারক মনিরুলের গ্রেফতারসহ আমার টাকা পয়সা দ্রুত ফেরত পেতে পারি সে জন্য প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

এব্যপারে অভিযুক্ত প্রতারক মনিরুলের সাথে একাধিক বার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা আল মামুন বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্তের জন্য এসআই শরিফুল ইসলামকে দ্বায়িত্ব দিয়েছি।

মেহেরপুরে চিকিৎসক ভাতিজার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

সংবাদ সম্মেলন চাচার

বন্টনকরা মিমাংসিত জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুলে চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার দুই চাচা আব্দুল হালিম ও মনিরুল ইসলাম।

আজ সোমবার (০৪ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হালিম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মৌজায় আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ২৯ শতকের মধ্যে ১২ শতক জমি ২০০৪ সালের ১৪ মে বণ্টননামা মূলে পেয়ে আমি ভোগ দখল করি এবং আমার অংশের ডোবা শ্রেণীর জমি আমি অনেক অর্থ ব্যয়ে মাটি ভরাট করে পাকা একতলা বসত বাড়ী নির্মাণ করি। আমার ভাই মোঃ আব্দুল লতিব তার ছেলে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন, ছোট ছেলে আমির হাসান হিমেল (মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক) আমাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বসবাস করে এবং আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমার অংশের মূল্য অনুমান ২০ বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করে আমাকে নগদ অর্থ পরিশোধ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে আমাকে কোন অর্থ প্রদান করে নি, টাকা চাইতে গেলে খুন জখমের হুমকী দেয়।

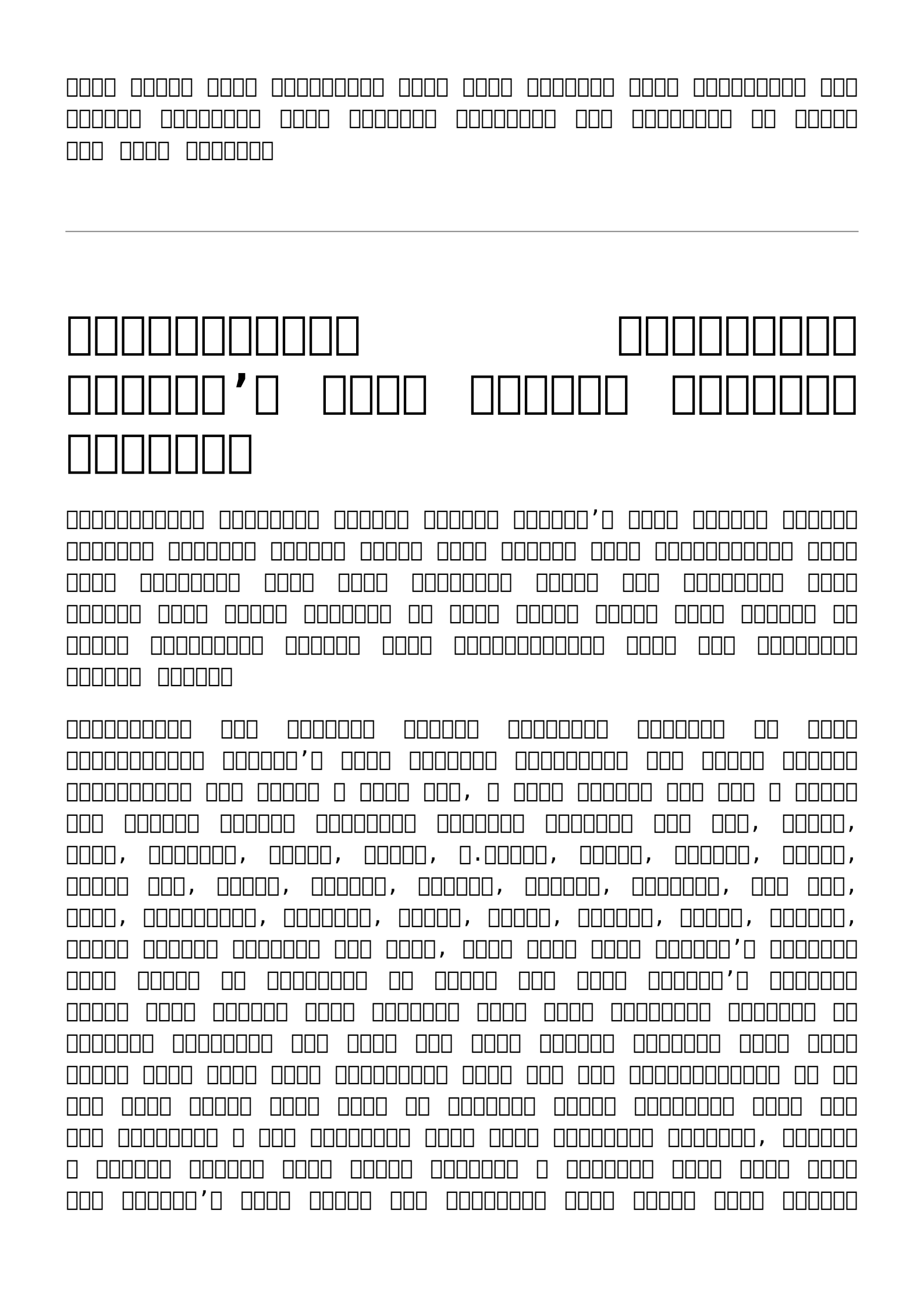
আমার দীর্ঘদিনের ভোগ দখলকৃত মেইন রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির সামনে ০৩ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমতাবস্থায়, আমার লতিব ও তার দুই ছেলে আমার অসহায়ত্বের সুযোগে গত ১২ অক্টোবর সকাল অনুমান ১০ টার দিকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন লোক মারফত হুমকী প্রদান করে এবং পরের দিন জায়গার উপর গাছ কেটে ফেলে আমাকেসহ আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে জমিটি জবরদখল করে নেয়। পরবর্তীতে আমরা আদালতের স্মরাণাপন্ন হয়। মামলা দায়ের করলে আদালত দখলকৃত জমির উপর ১৪৫ ধারা জারি করে স্থিতি অবস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর আব্দুল লতিব, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন সন্ত্রাস বাহিনী নিয়ে দখলকৃত জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে গেলে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

চাইতে গেলে দায়িত্বরতা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবারও ভয় দেখায়। একপর্যায় আমাদের মালামাল লাগবে না, আমাদের কার্ডটি অন্ত:ত্ব ফেরত দেন। কার্ডটি ফেরত দিতেও ব্যার্থ হয় কর্তৃৃপক্ষ।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নে ২ হাজার ৫৬টি টিসিবি’র কার্ডধারী সদস্য আছে। যার মধ্যে নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার ১৫৬টি বরাদ্ধ রয়েছে। পরে অবশ্য ২ হাজার কার্ড দু’টি ইউনিয়নে সমান ভাগে ভাগ হয়েছে বলে জানাগেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কার্ডধারী দরিদ্র মুনুষগুলো একটু স্বাশ্রয়ে পণ্য কেনার আশায় দিন কামাই করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আর চৌকিদার দফাদারা যে আচরন করে খে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ভুক্তোভোগি মহল।

দর্শনা কেরুতে অনিয়ম ও অর্থ বাণিজ্যর অভিযোগ তদন্তে কমিটির ৩ সদস্য

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে ১০৪ জন মৌসুমি থেকে স্থায়ীকরণে ব্যাপক অনিয়ম ও অর্থ বাণিজ্যর অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। আজ সোমবার দুপুরে তদন্তকারী প্রতিনিধির ৩ সদস্যর কর্মকর্তারা তদন্তে আসে কেরু চিনিকলে। তদন্তকারী দল দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে ৪ জনকে চিঠি করে জবানবন্দি নিয়েছে বলে জানাগেছে।

এ সময় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সাবেক এমডি মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ ও মহিদুল নামের এক শ্রমিককে দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানাগেছে।

৩ সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রধান হলেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মোঃ শামীমুল হক ও যুগ্ম সচিব ও পরিচালক অর্থ) মনিরুজ্জামান মিয়া। দর্শনা কেরু চিনিকল সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২৪ সালের ১৩, ১৪ মে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে মৌসুমী শ্রমিক ও কর্মচারী থেকে স্থায়ীকরণের বিষয়ে লিখিত পরিক্ষা অনুষ্টিত হয় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরের দিন মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কেরুজ ট্রেনিং কমপ্লেক্স ভবনে।

গত ১৫ মে তাদের যাচাই বাচাই করার সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সচিব কাওসার আহম্মেদ স্বাক্ষরিত জরুরী পত্রে দর্শনা কেরু কোম্পানির সহ ৯টি চিনিকলের স্থায়ীকরণ কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশনা দেন। কিন্তুু ১৫ মে ওই দিন কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ১০৪ জন শ্রমিক ও কর্মচারীকে পদোন্নতিপত্র প্রদান এবং ঐদিনই কর্মস্থলে যোগদানপত্র হাতে তুলে দেন সাবেক এমডি মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন। এই ঘটনায় জাতীয় স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে নড়ে চড়ে বসে কতৃপক্ষ। এ ঘটনার পর মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৌসুমী শ্রমিক মোঃ মহিদুল ইসলাম। এ ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশ শিল্প চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির প্রধান করে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করে।

তদন্ত কমিটি জিজ্ঞেসা বাদের জন্য তৎকালীন দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, কেরু শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, শ্রমিক আব্দুল মান্নান, অভিযোগকারী মোঃ মহিদুল ইসলামসহ অনেকের লিখিত ভাবে চিঠি প্রদান করেছে।

আজ সোমবার দুপুরে তদন্ত কমিটির প্রধান বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির ঘটনা সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে লিখিত বক্তব্য নেন। তিনি সাংবাদিকদেও এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ ঘটনায় তদন্ত চলমান রয়েছে তদন্ত শেষ হলে আপনাদের জানাবো।

এ নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তদন্ত কমিটি এসেছে তাদের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তদন্ত শেষে প্রকৃত রহস্য আপনারা জানতে পারবেন।

শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপাতে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের বাড়িসহ তার সমর্থকদের ১০-১৫টি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থাণীয়রা জানান, রিয়াদ নামে আব্দুল বারী মোল্লা’র একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ার রহমানের ছেলে টাকা পাই। ওই টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গত রাতে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মতিয়ার রহমানের মেয়ে মোছঃ মিনা খাতুন জানান, বাড়ির সবাই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এসময় আব্দুল বারী মোল্লা’র ৫০-৬০ জন সমর্থক মিলে আমাদের বাড়িসহ আরও ১০-১৫টি বাড়িতে হামলা করে। সেময় আমাদের বাড়ির মেইন গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর মেইন গেট খুলতে না পেরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বাড়িতে ঢুকে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে ঘরের মধ্যে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাংচুর করে, ঘরে থাকা আলমারীর তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বার্ণলঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এসময় বাড়ির মহিলারা বাঁধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধর করা হয়।

আব্দুল বারী মোল্লা জানান, রিয়াদ নামে আমার একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ারের ছেলেরা কিছু টাকা পাই। ওই লোক গতকাল সন্ধায় ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিল। এসময় তার কাছে পাওনা টাকা চাই। তখন সে বলে এই মুহুর্তে আমার কাছে টাকা নেই, পরে এসে দিয়ে যাবো। কিন্তু তারা তার কথা না শুনে তাকে মারধর করে। একপর্যায়ে তার মারধরের খবর শুনে আমার লোকজন ওখানে পৌছালে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমার জানা নেই, কারণ আমি

গ্রামে থাকি না।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খাঁন বলেন, এখনো পর্যন্ত এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যদি কেউ অভিযোগ দেয় তাহলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে ৫ ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষন অভিযোগ

কোটচাঁদপুরে ৫ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষনের অভিযোগে থানায় এজাহার দায়ের করেছেন ওই ছাত্রীর মা। আজ শনিবার (১২ অক্টোবর) সকালে এজাহার করেন তিনি। পুলিশ ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ কুদু মিয়া নামে একজন আটক করেছেন।

ভুক্তভোগীর মা বলেন, গেল ৯ অক্টোবর দুপুর ২ টার সময় আমার মেয়ে একা ঘরে শুয়ে ছিল। এ সময় পাশের বাড়ির মোহাম্মদ কুদু মিয়া (২৩) ঘরে যান। এরপর তাঁর হাত ও মুখ বেঁধে তাঁকে ধর্ষন করেন। এ ঘটনার পর আমার মেয়ে আমাকে বিস্তারিত বলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আমাকে মিমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এ কারনে থানায় এসে আইনের সহায়তা নেয়া সম্ভব হয়নি। কুদু মিয়া কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর হঠাৎ পাড়ার হাসু মিয়ার ছেলে।

এদিকে পুলিশ এজাহার পাওয়ার পর অভিযানে যান কুদু মিয়াকে আটকের। ওই অভিযানে পুলিশ তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন।

তিনি বলেন, ভুক্তভোগীর এজাহার হাতে পাওয়ার পর কুদু ধরতে অভিযান চালানো হয়। এরপর তাঁকে সাবদারপুরের তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। এ ছাড়া ভিকটিমকে ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

[redacted]

[redacted]

মা ও ছোট ভাইকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

এবিষয়ে আদালতে একটি মামলা চলমান আছে। প্রতিবেশীরা বলেন, ঐদিক দিয়ে একটা রাস্তা ছিল সেটা আমরা দেখেছি। আওয়ামী শাসন আমলে তারা প্রভাব খাঁটিয়ে সেই রাস্তা বন্ধ করে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়। এখন এরা তার বদলা নিচ্ছে।

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের ভুল অপারেশনে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

চিকিৎসকের ভুল অপারেশনে ঝিনাইদহে প্রাইভেট ক্লিনিকে রিফাত (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আবার সেই রোগীকে রাজশাহী মেডিকেলে পাঠোনো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তার স্বজনরা।

গত শুক্রবার (৪ অক্টোবর) ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার ঢাকা ল্যাব নামে একটি ক্লিনিকে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের পর তার মৃত্যু ঘটে। রিফাত হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দরিবিন্নি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র এবং একই উপজেলার সড়াবাড়িয়া গ্রামের বাদশা মুন্সির ছেলে। অভিযোগ উঠেছে, মৃত্যুর পরে রিফাতের নিথর দেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ নিয়ে রিফাতের স্বজনরা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যাথা নিয়ে গত (৪ অক্টোবর) শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে রিফাত ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার ঢাকা ল্যাব নামে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হয়। ভর্তির পর তার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক ডাঃ রেজা সেকেন্দার রিফাতের অপারেশন করেন। অপারেশনের কিছুক্ষন পর রোগীর খিঁচুনি শুরু হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এদিকে পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে স্বজনদের সান্তনা দিতে মৃত রোগীকে ডাঃ রেজা সেকেন্দার প্রথমে কুষ্টিয়া ও পরে রাজশাহী

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। রাজশাহী নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জানান তিনঘন্টা আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

ক্লিনিকের একটি সূত্র জানায়, অজ্ঞানের চিকিৎসক ডাঃ অপূর্ব রিফাতকে অজ্ঞানের পর তার কার্ডিয়াক ফেল করে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রিফাতের পিতা বাদশা মুন্সি শনিবার রাতে জানান, তার ছেলে অপচিকিৎসার শিকার হয়েছেন। তিনি এর বিচার চান।

এলাকার ইউপি মেম্বর আল আমিন জানান, রিফাত এবার এসএসসি পরীক্ষা দিত। কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র নম্র এই ছিলেটি ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার বলি হয়েছেন। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের কসাই খ্যাত চিকিৎসক রেজা সেকেন্দারের বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। ঢাকা ল্যাবের ম্যানেজার আসিফ মিয়া ও মালিক আশরাফুজ্জামান লিপনসহ সবাই এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ জানান, স্কুল ছাত্র রিফাতের মৃত্যুর সংবাদ শুনার পর ওই ক্লিনিকটি বন্ধ করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমঝোতার ভিত্তিতে ঘটনা মীমাংসা করে ফেলান। তাই শক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় না। এর আগে একাধিক রোগীর মৃত্যুর পর ডাঃ রেজা সেকেন্দার নিজেই আর অপারেশন করবেন না বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি একের পর এক অপারেশন করে যাচ্ছেন। এর আগে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছেও ডাঃ রেজা সেকেন্দার আর অপারেশন করবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছিলেন বলে সিভিল সার্জন জানান।